রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৯৫

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার

১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১০০০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ই ভাদ্র ১৪০২ বাং/২৪শে আগষ্ট ১৯৯৫ ইং

এস, আর, ও, নং ১৪৯-আইন/৯৫—সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ২৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই প্রবিধানমালা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন)।

(খ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) বা উহা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রচলিত কোন আইন অনুসারে নিবন্ধিত কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, এবং কোন সিকিউরিটি ইস্যুকারী অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোম্পানী, অংশীদারী কারবার এবং সিকিউরিটি লেনদেনকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) "মূল্য সংবেদনশীল তথ্য" অর্থ এইরূপ তথ্য যাহা প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির বাজার মূল্য প্রভাবিত হইতে পারে, এবং নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ—

(অ) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বা এতদসংক্রান্ত মৌলিক তথ্য;

(আ) লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য;

(ই) সিকিউরিটি হোল্ডারগণকে রাইট শেয়ার, বোনাস ইস্যু করা বা অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত ;

(ঈ) কোম্পানী কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত ;

(উ) কোম্পানীর বিএমআরই (BMRE) বা নূতন ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য ;

(ঊ) কোম্পানীর কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন (যেমন—উৎপাদিত সামগ্রী, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন বা এতদসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি) ;

(ঋ) কমিশন কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

(ঙ) "সুবিধাভোগী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি—

(অ) কোন কোম্পানীর পরিচালক, প্রধান শেয়ারহোল্ডার, ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যাংকার, নিরীক্ষক, উপদেষ্টা, কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

(আ) এমন একজন ব্যক্তি যে, উপ-দফা (অ)তে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির সহিত তাহার সম্পর্কের কারণে অথবা কোম্পানীর সহিত যে কোন সম্পর্কের কারণে বা তাহার অবস্থানের কারণে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জানিতে পারেন বা উক্ত তথ্য জানিবার সুযোগ তাহার আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

(চ) "সুবিধাভোগী ব্যবসা" অর্থ মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের ভিত্তিতে কোন সুবিধাভোগী কর্তৃক কোন সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর।

৩। মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের উপর বাধা নিষেধ।—(১) আপাততঃ বলবৎ যে কোন আইন, কোম্পানীর সংঘবিধি এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোন বিধি-বিধানের প্রয়োজন ব্যতীত কোন সুবিধাভোগী কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য অন্য কাহারও নিকট সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(২) কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, যে কোন প্রকার মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪। সুবিধাভোগী ব্যবসা ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ।—কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না।

৫। **সুবিধাভোগী ব্যবসা ইত্যাদির পরিণতি।**—কোন ব্যক্তি প্রবিধান ৪ এর বিধান লংঘন করিলে আইনের অধীন তাহার অন্য কোন দায়-দায়িত্ব বা তাহার উপর আরোপণীয় দন্ড সংক্রান্ত বিধানের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কমিশন তাহার বিরুদ্ধে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) উক্ত ব্যক্তি সিকিউরিটি লেনদেনের জন্য সনদপ্রাপ্ত কোন ব্রোকার স্টক ডিলার বা অনুমোদিত প্রতিনিধি বা অন্য কোন মাধ্যম হইলে তাহার সনদ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন উক্ত ডিলার, স্টক ব্রোকার ও সাব-ব্রোকার প্রবিধানমালা ১৯৯৪ বা অন্য কোন প্রবিধান অনুসারে বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) সুবিধাভোগী ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব নির্ধারিত সময়ের জন্য গ্রহণ করিতে বা উক্ত সিকিউরিটি নির্ধারিত সময়ের জন্য হস্তান্তর না করার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং এরূপ হস্তান্তর কার্যকর না করা বা হস্তান্তর অনুসারে অনুবর্তী (consequential) কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া কমিশন উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথম শর্তাংশের অধীনে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পূর্বেই দফা (খ) এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন কোন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবে।

৬। **তদন্ত।**—(১) কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি উহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি প্রবিধান ৪ এর বিধান ভংগ করিয়াছেন, তাহা হইলে বিষয়টি তদন্তের জন্য কমিশন একজন তদন্ত কর্মকর্তা অথবা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি, অতঃপর তদন্তকারী বলিয়া উল্লিখিত, নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটিতে প্রয়োজনবোধে একজন নিরীক্ষকও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী তদন্ত শুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তদন্তের বিষয়বস্তু অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, হিসাব বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও তথ্য উপস্থাপন বা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) তদন্তকারী তাহার তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দলিলপত্র, হিসাব বহি এবং তথ্য যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে, উহাদের উদ্ধৃতাংশ বা অনুলিপি সংগ্রহ করিতে এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং এইসবের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি তদন্তকারীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি তদন্তকারীর নির্দেশ মোতাবেক কোন দলিলপত্র, হিসাব বহি বা অন্যবিধ তথ্য উপস্থাপন বা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা তদন্তকারীর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বা সহযোগিতা না করিলে, বা উক্তরূপ জিজ্ঞাসাবাদ এড়াইয়া যাইতেছেন বলিয়া তদন্তকারী মনে করিলে, তিনি সেই মর্মে কমিশনের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে পারিবেন এবং কমিশন প্রচলিত আইন অনুসারে উহার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্ত চলাকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি তদন্তকারীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কোন শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ বা উহার হস্তান্তরের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে কমিশনের নিকট একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবেন এবং কমিশন, উক্ত রিপোর্ট বিবেচনান্তে, নির্ধারিত সময়ের জন্য উক্ত শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বা উহার বিবেচনায় তৎসম্পর্কে অন্য কোন যথাযথ আদেশ দিতে পারিবে।

(৬) তদন্তকারী, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তদন্ত সমাপ্ত করিয়া কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

৭। **তদন্ত রিপোর্ট বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**—তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে প্রবিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে বা পরিস্থিতি অনুসারে অধিকতর তদন্ত বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনের আওতায় উহার বিবেচনায় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮। **কর্তৃত্ব গ্রহণকৃত শেয়ার বা স্টক ইত্যাদি।**—প্রবিধান ৫(১) (খ) বা প্রবিধান ৬(৫) এর অধীনে কোন শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হইলে, কমিশন উক্ত শেয়ার বা স্টক যথাযথ-ভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং নির্ধারিত মেয়াদঅন্তে উক্ত শেয়ার বা স্টক উহার স্বত্বাধিকারীর নিকট ফেরৎ দিবে।

৯। **আপীল।**—প্রবিধান ৫, ৬(৫) বা ৭ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ অনুসারে আপীল দাখিল করিতে পারিবেন।

সুলতান-উজ-জামান খান
চেয়ারম্যান,
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।